দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৯-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০৩)

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সারাদেশের চাল আমদানিকারক, পাইকারি ব্যবসায়ী ও আড়তদার, খুচরা ব্যবসায়ী, চালকল (অটোমেটিক রাইস মিল, মেজর রাইস মিল, হাস্কিং রাইস মিল) মালিকগণসহ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ভোক্তাগণের ন্যায্যমূল্যে পছন্দমত জাতের ধানের ফলিত চাল কেনার সুবিধার্থে, চালের বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে, ধানের নামেই যাতে চাল বাজারজাতকরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং এর সুবিধার্থে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২১.০২.২০২৪ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.০১.০০১.১৭.৩১ নং স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। জারিকৃত পরিপত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হয় ;

১। চালের উৎপাদনকারী মিলারগণ গুদাম হতে বাণিজ্যিক কাজে চাল সরবরাহের প্রাক্কালে চালের বস্তার উপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা ও উপজেলার নাম, উৎপাদনের তারিখ, মিলগেট মূল্য এবং ধান/চালের জাত (Variety) উল্লেখ করতে হবে। এই তথ্যগুলো নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক লেখা থাকবে :

ধানের জাতের নাম:
প্রস্তুতকারক:
ঠিকানা : উপজেলা: জেলা:
নিট ওজন:
উৎপাদনের তারিখ:
মিলগেট মূল্য:

২। বস্তার উপর উল্লিখিত তথ্যাদি কালি দ্বারা হাত দিয়ে লেখা যাবে না;

৩। চাল উৎপাদনকারী সকল মিল মালিক (অটো/হাস্কিং) কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল প্রকার চালের বস্তা/প্যাকেটের (৫০/২৫/১০/৫/২/১ কেজি ইত্যাদি) উপর উল্লিখিত তথ্যাদি মুদ্রিত করতে হবে;

৪। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মিলগেট দামের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান চাইলে সর্বোচ্চ খুচরামূল্য উল্লেখ করতে পারবে;

৫। এ পরিপত্রের আলোকে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শকগণ পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে 'খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ, বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩' এর ধারা ৬ ও ধারা ৭ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৬। আগামী ১৪.০৪.২০২৪ খ্রি. (০১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ) তারিখ হতে এ পরিপত্রের নির্দেশ আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

খাদ্য অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স-৭৮৬ (৭×৪)